বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত

একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

জুলাই ২০২২

আলী রীয়াজ, মোহাম্মাদ সালেহ জহুর, মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী এবং আপন জহির

CIPE

cgs Centre for Governance Studies

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত

একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

জুলাই ২০২২

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত

একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

© CIPE and CGS, 2022

আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইসড অধ্যাপক এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। তিনি সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এর উপদেষ্টামন্ডলীর একজন সদস্য।

ডঃ মোহাম্মাদ সালেহ জহুর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব ও অর্থায়ন (একাউন্টিং ও ফিন্যান্স) বিভাগের অধ্যাপক। একই সাথে তিনি আইবিবিএলের পরিচালক এবং আইবিএফের সদস্য ও সহ-সভাপতি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন তালিকাভুক্ত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ বিষয়ক অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত আছনে।

আপন জহির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পরিসংখ্যান ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করছেন। বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত আছেন।

গবেষণা সহকারী:

মাহবুবুর রহমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত আছনে।

সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ (সিআইপিই) যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি এনজিও যা গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসনকে শক্তিশালী করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং অংশীদারীমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ তৈরী জন্য বিশ্বব্যাপী প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে সিআইপিই এর প্রায় ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সিআইপিই যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির একটি মূল প্রতিষ্ঠান যা অলাভজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের চেম্বার অফ কমার্সের সাথে যুক্ত এবং বর্তমানে ৮০ টিরও বেশি দেশে স্থানীয় অংশীদারদের সাথে ২০০ টিরও বেশি প্রকল্প এবং অনুদানে যুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জায়গায় সিআইপিই'র কাজ সম্পর্কে আরও জানতে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন cipe.org।

Centre for Governance Studies

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যা শিক্ষাগত সম্প্রদায়, সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে বাংলাদেশের শাসনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সিজিএস গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর আলোচনার পাশাপাশি গবেষণা এবং মিডিয়া স্টাডি পরিচালনা করে থাকে। সিজিএসের সহযোগীদের মধ্যে রয়েছে বহুজাতিক সংস্থা, কূটনৈতিক মিশন, সরকারী বিভাগ, বেসরকারী খাতের সংস্থা এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ। সিজিএস বর্তমানে ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট, জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ, ফ্রেডরিখ-এবার্ট-স্টিফটুং এবং ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট অফিসের সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন গবেষণা এবং বিশ্লেষণের বিশ্বস্ত উৎস হিসাবে বেসরকারী খাত এবং মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে।

প্রধান সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে একটি সক্রিয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ (এসএমই) খাত রয়েছে যা পণ্য ও পরিষেবার ৩৩টি উপখাতে বিভক্ত। কিন্তু, এই এসএমইগুলো ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় মোট শিল্প উদ্যোগের খুব ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এইসকল এসএমই ব্যষ্টিক অর্থনীতি বা ক্ষুদ্র অর্থনীতির প্রায় ৫০.৯১ শতাংশ গঠন করে এবং শ্রমিকদের প্রায় ৩৫.৪১ শতাংশ নিয়োগ করে। এছাড়াও জিডিপিতে এসএমই খাত ও মোট মূল্য সংযোজনের খাতের মোট অবদান যথাক্রমে ৪৮.৪১ ও ৪৭.৬৩ শতাংশ।

এসএমই খাতগুলোকে ঋণ সঙ্কট, আমলাতন্ত্রিক জটিলতা এবং অর্থনৈতিক খাতে ব্যাপক দুর্নীতি সহ একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও, এসএমই-এর জন্য কার্যকর সরকারী নীতির অনুপস্থিতি এই খাতের বিকাশকে ব্যাহত করছে।

ব্যাপক দুর্নীতির উপস্থিতি সত্ত্বেও, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা কিংবা এবং পরিকল্পনা দেখা যায়নি।

এসএমই খাত বিকাশে দুর্নীতির এই ক্ষতিকারক প্রভাবকে ব্যবসায়ী নেতা, উদ্যোক্তা এবং এসএমই খাতের বিশেষজ্ঞরা সকলেই স্বীকার করেন। পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক বাধা, শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে জবাবদিহিতার অভাব এবং অপরাধীদের আপেক্ষিক দায়মুক্তিকে এর সঙ্গত কারণ হিসেবে মনে করেন। আর তাই বিদ্যমান আইন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি রিপোর্টিং ব্যবস্থা সবকিছুকেই দুর্নীতি দমনের জন্য অপর্যাপ্ত বলে মনে করা হয়।

সুপারিশমালা

সরকারের প্রতি

। এসএমই-এর জন্য যথাযথ সহায়তা ব্যবস্থা এবং প্রণোদনা সহ একটি শক্তিশালী এসএমই নীতি তৈরি করতে হবে এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শ করে এই নীতিগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

। সকল ধরনের দুর্নীতির প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানাতে হবে, দুর্নীতি দমনে অটল প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করতে হবে এবং কালবিলম্ব না করে উক্ত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

। রাজনৈতিক কারণে দুর্নীতিবাজদের দায়মুক্তি দেয়ার সংস্কৃতিকে মোকাবিলা করতে হবে এবং দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

। বিদ্যমান আইন এবং রিপোর্টিং পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (হুইসেল-ব্লোয়ার সুরক্ষা আইন হিসাবে পরিচিত) বাস্তবায়ন করতে হবে; দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) নিরবচ্ছিন্ন স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে এবং সরকারি বা পাবলিক সেক্টরের মধ্যে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এই কর্মসূচিগুলোর অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির জন্য সামাজিক নিরাপত্তাসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

বাণিজ্য সংস্থার প্রতি

। এসএমই সেক্টরের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন এবং একটি সহায়ক ও সুন্দর পরিবেশ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা যেতে পারে।

। শাসন ব্যবস্থা, দুর্নীতি, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

। দুর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্টিং ও পদক্ষেপের জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

। এসএমই সেক্টরসহ বিভিন্ন সেক্টরে কঠোর নৈতিক কাঠামো (Code of Ethics) প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে এবং এই কোড মেনে চলাকে উৎসাহিত করতে হবে। এসএমই-এর জন্য যথাযথ সহায়ক প্রক্রিয়া ও প্রণোদনাসহ শক্তিশালী এসএমই নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শ করে এই নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এসএমই খাতের প্রতি

। এই খাত যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলো মোকাবিলা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম ও নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে যাতে এই খাতের ভেতর ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করা যায়।

। এই খাতের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং খাতের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সাথে তা ভাগাভাগি করে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে।

। প্রতিটি শিল্পের মধ্যে জবাবদিহিতার পদ্ধতি গ্রহণ এবং ক্লায়েন্ট বা খরিদ্দারের মধ্যে সেই পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বিদ্যমান আইন ও প্রবিধান এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতে দুর্নীতির অভিযোগ রিপোর্ট করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারাভিযান চালানো এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করা ও তার বাস্তবায়ন ঘটানো।

সূচিপত্র

প্রধান সারসংক্ষেপ ৫

সুপারিশমালা ৫

সারণীর তালিকা ৮

চিত্রের তালিকা ৮

১. ভূমিকা ৯

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ৯

পদ্ধতি ১০

২. বাংলাদেশে এসএমই খাত ১১

এসএমই এর ব্যবহারিক সংজ্ঞা ১১

এসএমই এর উপখাত ১২

৩. এসএমই এর উন্নয়নে এসএমই নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার বিশ্লেষণ ১৬

বাংলাদেশে এসএমই সমিতিসমূহ ২১

বাংলাদেশে এসএমই এর পরিচালন-ব্যবস্থা (গভার্নেন্স) ২২

৪. এসএমই- এর সম্মুখে থাকা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলোর শনাক্তকরণ ২৩

দুর্নীতি দমনে বাণিজ্য সংস্থার অঙ্গীকার ২৩

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিকোণ ২৪

তথ্যসূত্র ২৮

পরিশিষ্ট ১ ..... ৩০

পরিশিষ্ট ২ ..... ৩৩

সারণীর তালিকা

সারণী ১ : এসএমই বিনিয়োগের পরিমাণের ভিত্তিতে এসএমই এর সংজ্ঞা ১২

সারণী ২ : অঞ্চল এবং কর্মসংস্থানের ওপর মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অবস্থা ১৩

সারণী ৩ : অঞ্চল এবং কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অবস্থা..... ১৪

সারণী ৪ : বাংলাদেশে এসএমই-এর বৃদ্ধির সম্ভাবনা ১৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবস্থান ১৩

চিত্র ২ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবদান ১৪

১. ভূমিকা

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ (এসএমই) এর সামগ্রিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর অবদান তুলে ধরা। বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৯ সালের নীতিগত প্রতিবেদন অনুসারে, প্রায় ৭.৮ মিলিয়ন শিল্প উদ্যোগ নিয়ে এসএমই খাত গঠিত এবং দেশের মোট জিডিপিতে (গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট) প্রায় ২৫ শতাংশ অবদান রেখে চলছে। (Odonkor, 2021) "কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থার প্রসারে বেসরকারি খাতের ভূমিকা" শীর্ষক একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের সহায়তায় সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রকল্পটি শুরু করে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রগতিশীল, প্রাগ্রসর ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বেসরকারি খাতের অংশীদার, বিশেষত এসএমইগুলোকে চিহ্নিত করা এবং বাংলাদেশে একটি দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে একটি নির্দলীয় আন্দোলনের দিকে ধাবিত করা। দেশে বিদ্যমান ব্যাপক দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে এই প্রকল্পটি কল্পনা করা হয়েছে।

২০২১ সালে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি পর্যবেক্ষক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স (সিপিআই) - এ বাংলাদেশ ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৭ তম স্থান পেয়েছে (১০০ পয়েন্টের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর হচ্ছে ২৬)। ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরের দুর্নীতি রোধের বিষয়ক উপ শাখায় বাংলাদেশ ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ১৬.৮৩ শতাংশ নিয়ে স্থিরাবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০১৪ সাল থেকে TRACE Bribery Matrix - 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' দেশ হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে।

প্রকল্পটি গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধান সহ বেশ কয়েকটি উপাদান নিয়ে গঠিত। পাশাপাশি গৃহস্থালি ও এসএমই এর সমীক্ষা অনুযায়ী তারা যে দুর্নীতির সম্মুখীন হন সেগুলোর প্রকৃতি তুলে ধরে। এই সমীক্ষাগুলোর অনুসারে এসএমই স্টেকহোল্ডারদের (এসএমই এবং বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধি, স্বাধীন উদ্যোক্তা, ইনকিউবেটর, স্থানীয় সুশীল সমাজের সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তা) সাথে আটটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হবে এবং পরবর্তীতে একটি জাতীয় সংলাপ হবে যেখানে স্থানীয় ও জাতীয় স্টেকহোল্ডার সহ নীতিনির্ধারক, গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক নেতারা একত্রে দুর্নীতি দমনের পথ ও পদ্ধতি বের করার সনদ তৈরি করবেন।

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলোর আংশিক পূরণের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

ক) প্রাপ্ত দলিল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এসএমই খাতের বিস্তৃত চিত্র প্রদান করা;

খ) বেসরকারি খাত, বিশেষ করে দেশের বৃহত্তম ব্যবসায় সহায়ক সংস্থাগুলোর দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতির মাত্রা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা;

গ) জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র, শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতির বিষয়ে ব্যবসায়ী নেতা এবং বিশেষজ্ঞদের সচেতন করা।

পদ্ধতি

এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে: মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি) উৎসের বিশ্লেষণ এবং মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII)। KII হচ্ছে বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ এবং নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচালিত গভীর গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) সাক্ষাৎকার।

বাংলাদেশে ব্যবসায় সহায়ক সংস্থাগুলো (বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, চেম্বার অফ কমার্স, এবং বাণিজ্যিক সংগঠন) যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। তারা প্রাথমিকভাবে বৃহৎ ও রাজনৈতিকভাবে যুক্ত কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ঢাকার ক্ষমতাশীলদের সাথে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক বজায় রাখে। তদপুরি, দুর্নীতি বিরোধী যেকোন পদক্ষেপের ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতির অভাব দেখা যায়। এই তথ্যের শূন্যতা পূরণের জন্য আমরা দেশের সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায় সহায়ক গোষ্ঠীগুলোর সাংগঠনিক দলিলাদি বিশ্লেষণ করেছি এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি; এর মাধ্যমে যে ক্ষমতার গতিশীলতা দুর্নীতি উৎপাদন করে, সমর্থন যোগায় এবং বিভিন্ন দুর্নীতি চর্চাকে পুরষ্কৃত করে একে যে বজায় রাখে তার সম্পর্কে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তাদের বিবৃত লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য অধ্যয়নের জন্য আমরা অনলাইন ও ভৌত মাধ্যম মিলিয়ে ১০টি জাতীয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থা থেকে মোট ১৫২টি প্রকাশনা সংগ্রহ করেছি। এ সকল প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে এদের সার-সংক্ষেপ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১)। আর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি ভেতর এই দলিলাদি জোগাড় করা হয়েছিল।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার পর আমরা ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের ১৫ মার্চের মধ্যে ১৫টি KII পরিচালনা করেছি। এই তালিকায় ব্যবসায় সহায়ক সংস্থা, একাডেমিক ও বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন (পরিশিষ্ট ২)। এই সাক্ষাৎকারগুলো ছিল মুলত কথোপকথন মূলক যেখানে প্রশ্নগুলো ছিল কোয়ালিটেটিভ বা আধা-কাঠামোগত; ২০২১ সালের ডিসেম্বরে এগুলোর পূর্ব পরীক্ষা করা হয় এবং অন্যান্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। প্রথমে এই সাক্ষাৎকার বাংলায় নেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সবগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। পাশাপাশি প্রকল্পের অংশীদাররা সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন যা কিনা প্রতি কথোপকথনের মূল বক্তব্যকে আলোকপাত করে।

এই প্রতিবেদনে উত্তরদাতা কর্তৃক আলোচিত প্রধান বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। KII প্রক্রিয়া চলাকালে যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কোভিড-১৯ এর তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে বিলম্ব হওয়া এবং দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিতে সামগ্রিক অনিচ্ছা। এছাড়াও সাক্ষাৎকারীরা অনেকগুলো বিষয়ে খুব সতর্কতার সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন; এমন ভাষা পরিহার করেছেন যা পরবর্তীতে সরকারের কাছে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে।

২. বাংলাদেশে এসএমই খাত

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) সারা বিশ্বজুড়ে অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যা কর রাজস্ব, কর্মসংস্থান, বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে সম্পদের বণ্টন, পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে।

এছাড়াও এসএমই সেক্টর অনেক উচ্চাকাঙ্খী ক্ষুদ্র-উদ্যোগের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে এবং স্থানীয় সাপ্লাই চেইনের পাশাপাশি, বাফার হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে বৃহৎ আকারের শিল্প উদ্যোগগুলোর বৃদ্ধির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। এসএমইগুলো সহায়ক প্রযুক্তি (intermediate technologies) ব্যবহার করে, স্বল্প পুঁজিতে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। একটি উন্নত অর্থনীতিতে এসএমইগুলো সাধারণত পণ্য, পরিষেবা, আর্থিক সংস্থান, মানব সম্পদ, প্রযুক্তি ও সহজে প্রাপ্ত জ্ঞান (সফট নলেজ) আকারে ক্ষুদ্র শিল্পউদ্যোগের সাথে লজিক্যাল বটম-আপ সম্পর্ক তৈরি করে এবং বৃহৎ খাতের শিল্প উদ্যোগের সাথে টপ-ডাউন সম্পর্ক তৈরি করে। অন্যান্য খাতের সাথে এমন সম্পর্কের মাধ্যমে এসএমই স্বাস্থ্যকর ও টেকসই অর্থনীতি তৈরি করতে সহায়তা করে যার ফলস্বরূপ এসএমই এর বিকাশ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারে ও দারিদ্র্য বিমোচনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। (Jasra, Khan, Hunjra, Rehman & Azam, 201 1:275)।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সরকার-ই এসএমই এর বৃদ্ধি ও বিকাশ সহায়ক নীতি, আইন, প্রবিধান, আর্থিক প্রণোদনা, পরিবেশগত অবকাঠামোর প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এসএমই-এর গুরুত্ব স্বীকার করেছে। একইভাবে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এসএমই খাতের বিকাশের ওপর অনেক জোর দিচ্ছে; 'শিল্পায়নের জন্য চালিকা শক্তি' (Bangladesh Bank, 2016) হিসেবে বিবেচনা তদপুরি, অনেক ধরনের এসএমইকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, যার ফলে টেক্সটাইল, চামড়া, ওষুধ, তাঁত, খাদ্য, রাসায়নিক এবং রাবার খাতে বেকারত্ব দেখা দিয়েছে (Jahur and Quadir, 2007)। গবেষণায় এসএমই এর ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ উঠে এসেছে, এর মধ্যে রয়েছে মূলধনের স্বল্পতা, অর্থায়নের অভাব এবং মানব ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। (Chowdhury, 2007; Mintoo, 2006; Marsden, 1992; Steel, 1994)। একটি সমীক্ষা ক্যাপিটাল একসেস সূচকে ১২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে ৯২ নাম্বারে স্থান দিয়েছে মূলত দেশের শিল্পখাতে ঋণসংকট (ক্রেডিট ক্রাঞ্চ) এর উপর ভিত্তি করে। (James, et.al. 2007)।

এসএমই এর ব্যবহারিক সংজ্ঞা

এসএমই-কে দুটো মানদন্ডের ভিত্তিতে শনাক্ত ও পরিমাপ করা যায়: নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ। সময়ের সাথে সাথে এই সংজ্ঞাটি পরিবর্তিত হলেও জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ অনুসারে এই দুটো মানদন্ডের ভিত্তিতে এসএমই চিহ্নিত করা হয় (সারণী ১)

উল্লেখ্য, কোনো শিল্প উদ্যোগ যদি উপর্যুক্ত একটি মানদন্ডে 'ক্ষুদ্র' হয় এবং অন্য মানদন্ডে 'মাঝারি' হয়, তখন তাকে 'মাঝারি' শিল্প উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একইভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিনিয়োগ নীতিমালা ও কর্মসূচি (SME Investment Policy & Programs) অনুসারে, কোনো শিল্প উদ্যোগ 'ক্ষুদ্র' বলে বিবেচিত হবে যদি এক মানদন্ডে 'মাইক্রো' বর্গে পড়ে এবং অন্য মানদন্ডে 'ক্ষুদ্র/স্মল' বর্গে পড়ে। (সূত্র : Bangladesh Bank)। এই নীতির নথিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুটির ও মাইক্রো-শিল্প উদ্যোগগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিনিয়োগ নীতি ও কর্মসূচির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সারণী ১: এসএমই বিনিয়োগের পরিমাণের ভিত্তিতে এসএমই এর সংজ্ঞা

ক্রম	শিল্পের ধরন		বিনিয়োগের পরিমাণ (প্রতিস্থাপন খরচ এবং স্থায়ী সম্পদের মূল্য, ভূমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত)	নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা
১	কুটির শিল্প		অনধিক ১০ লাখ	অনধিক ১৬ জন
২	মাইক্রো শিল্প		১০- ৭৫ লাখ	১৬-৩০
৩	ক্ষুদ্র শিল্প	উৎপাদনমূলক	৭৫ লাখ ১৫ কোটি	৩১-১২০
		পরিষেবা	১০ লাখ ২ কোটি	১৬-৫০
৪	মাঝারি শিল্প	উৎপাদনমূলক	১৫ লাখ ৫০ কোটি	১২১-৩০০
		পরিষেবা	২ কোটি ৩০ কোটি	৫১-১২০
৫	বৃহৎ শিল্প	উৎপাদনমূলক	৫০ কোটির অধিক	৩০০ এর অধিক
		পরিষেবা	৩০ কোটির অধিক	১২০ এর অধিক

সূত্র: ন্যাশনাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি ২০১৬ .

এসএমই এর উপখাত

বাংলাদেশে ৩৩টি শিল্প খাত রয়েছে যা মোটাদাগে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত: উৎপাদন, কৃষি-ব্যবসা এবং পরিষেবা। বাংলাদেশী এসএমইগুলো সরবরাহকৃত পণ্য ও পরিষেবার ভিত্তিতে এই খাতগুলোতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। প্রাথমিকভাবে, সরকার সারা দেশে বিভিন্ন এসএমই কেন্দ্র/হাব প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলো বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, খুলনা, যশোর, ভৈরব, টাঙ্গাইল, মৌলভীবাজার, এবং ময়মনসিংহ (ভালুকা) সহ বেশ কয়েকটি জেলায় অবস্থিত।

এছাড়াও, এসএমই ফাউন্ডেশন উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের সুবিধার্থে পণ্য ও পরিষেবার ভিত্তিতে প্রায় ১১৭টি এসএমই জোট/ক্লাস্টার গঠন করেছে। নিম্নলিখিত প্রধান এসএমই শিল্পের তালিকার মাধ্যমে বাংলাদেশী এসএমই-এর শ্রেণিকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে:।

উৎপাদনমূলক খাত

- চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য
- হালকা প্রকৌশল (কৃষি, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম)
- তৈরি পোশাক
- ফার্মাসিউটিক্যালস
- কাগজ, প্যাকেজিং এবং মুদ্রণ
- প্লাস্টিক শিল্প
- বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক শিল্প

কৃষি-ব্যবসা খাত

- হাস-মুরগির খামার
- দুগ্ধ খামার
- মাছ ধরা এবং মাছ প্রক্রিয়াকরণ

পরিষেবা খাত

- নির্মাণকাজ এবং রিয়েল এস্টেট
- হাসপাতাল এবং ক্লিনিক
- শিক্ষা
- পরিবহন, গুদাম এবং যোগাযোগ
- হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
- কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার এবং আইসিটি সরঞ্জাম
- পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য

এই প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং পরোক্ষ কর সম্পর্কিত এসএমইগুলোর অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। অর্থনীতির সকল ধরনের ব্যবসায়ী খাতের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ অবস্থা ১ নং চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবস্থান

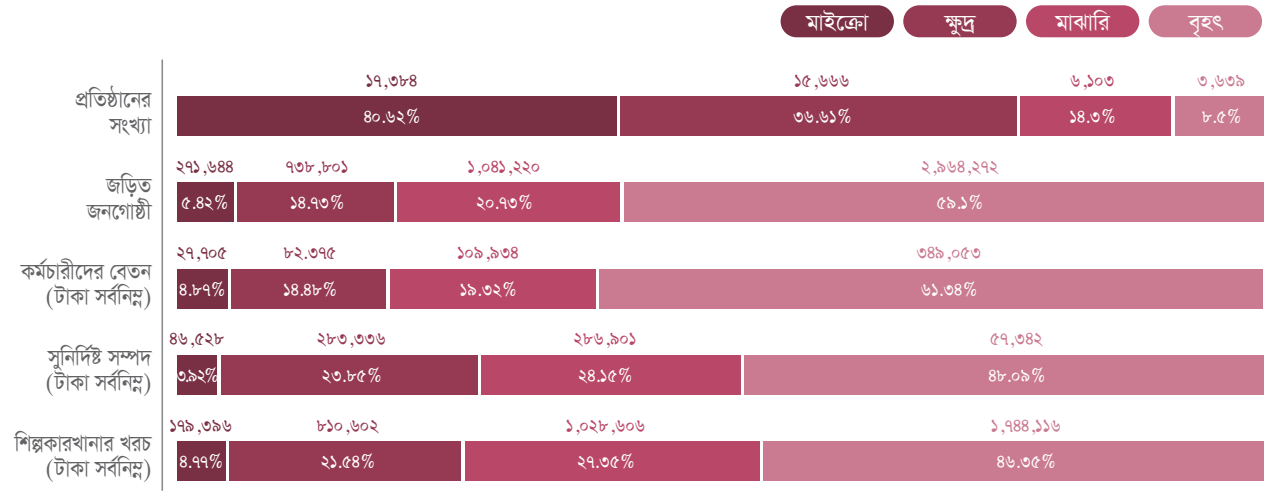

সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স

সারণী ২: অঞ্চল এবং কর্মসংস্থানের ওপর মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অবস্থা

ধরন	প্রতিষ্ঠান				মোট নিযুক্ত ব্যক্তি (টিপিই)			
	মোট	%	শহর	গ্রাম	মোট	%	পুরুষ	নারী
কুটির	৬,৮৪২,৮৮৪	৮৭.৫২	১,৭৩০,১৫০	৫,১১২,৭৩৪	১৩,১৬৮,৩২৭	৫৩.৭৫	১১,৭৫৯,৫৬৫	১,৪০৮,৭৬২
মাইক্রো	১০৪,০০৭	১.৩৩	৪১,১১২	৬২,৮৯৫	৫৫৮,৮৭০	২.২৮	৪৩৫,০৪৩	১২৩,৮২৭
ক্ষুদ্র	৮৫৯,৩১৮	১০.৯৯	৪৫০,৬০১	৪০৮,৭১৭	৬,৬০০,৬৮৫	২৬.৯৪	৫,৮৪৪,০৮৮	৭৫৬,৫৯৭
মাঝারী	৭,১০৬	০.০৯	৪,১৪১	২,৯৬৫	৭০৬,১১২	২.৮৮	৫৩৮,৫২৬	১৬৭,৫৮৬
বৃহৎ	৫,২৫০	০.০৭	৩,৫৪২	১,৭০৮	৩,৪৬৬,৮৫৬	১৪.১৫	১,৮৭১,৯১০	১,৫৯৪,৯৪৬
মোট	৭,৮১৮,৫৬৫	১০০	২,২২৯,৫৪৬	৫,৫৮৯,০১৯	২৪,৫০০,৮৫০	১০০	২০,৪৪৯,১৩২	৪,০৫১,৭১৮

সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স

১ নং চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এসএমই বাংলাদেশের মোট মাইক্রো-অর্থনৈতিক ইউনিটের ৫০.৯১ শতাংশ গঠন করছে। এই খাতে মোট কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৫.৪৯% ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছে; কর্মচারীদের মোট বেতন-ভাতার ৩৩.৮০ শতাংশে অবদান রাখছে; স্থায়ী সম্পদে মোট বিনিয়োগের ৪৮% বিনিয়োগ করেছেন; এবং অর্থনীতিতে মোট শিল্প-ব্যয়ের ৪৮.৮৮% ব্যয় করেছে। এই ফলাফল নির্দেশ করছে যে, এসএমইগুলো গ্রামীণ এবং শহর উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এবং দেশের মানুষের আর্থিক এবং অ-আর্থিক উভয় ধরনের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাইক্রো ও কুটির শিল্প সহ এসএমই বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ গঠন করেছে। (সারণী ২) এসব অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এসএমই-এর গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশে এসএমই-এর অবদান কর্মসংস্থান সৃষ্টি ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন (ভ্যালু) অন্তর্ভুক্ত করছে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে (চিত্র ২)।

তথ্য দেখায় যে, বাংলাদেশের এসএমইগুলো মোট উৎপাদনের (gross outputs) ও মোট মূল্য সংযোজনে যথাক্রমে ৪৮.৪১ ও ৪৭.৬৩ শতাংশে অবদান রাখছে; এবং পরোক্ষ কর আকারে জাতীয় কোষাগারে ৩৮.৩৬% জমা দিচ্ছে।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশে এসএমই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরের প্রতিনিধিত্ব করে।

চিত্র ২: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই এর অবদান

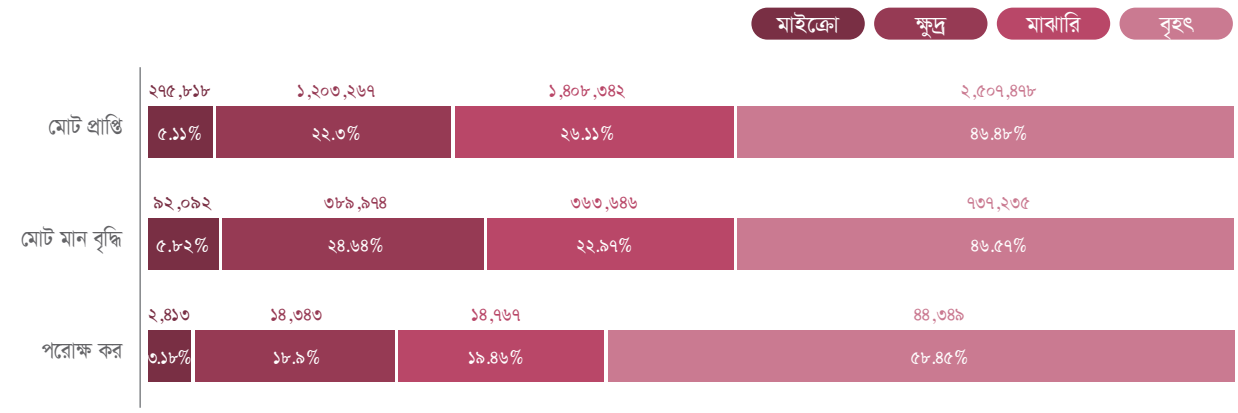

সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স

এসএমই এর ভূমিকা মালিকানার ধরনের ওপরও নির্ভর করে। বাংলাদেশে এসএমই এর অবস্থান সারণী ৩-এ তুলে ধরা হলো।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুসারে, বাংলাদেশের এসএমই-তে অনেক ধরনের মালিকানা কাঠামো রয়েছে। সারণী ৩ দেখাচ্ছে যে, এসএমই এর ৪৬.৬০% হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ, ৫১.০১% হচ্ছে বেসরকারি মালিকানাধীন উদ্যোগ, ৫০% হচ্ছে যৌথ মালিকানাধীন উদ্যোগ, ৪৬.৮৮% হচ্ছে যৌথ উদ্যোগ বা জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ৩৩.৮৪% হচ্ছে বিদেশী উদ্যোগ (ফরেন ভেঞ্চার)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প উদ্যোগগুলো হয় মাঝারি উদ্যোগ, না হয় বৃহৎ উদ্যোগ। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের ৪৪% এসএমই খাতে বরাদ্দ করেছে।

এশিয়াতে এসএমইগুলো বিদেশী বিনিয়োগকারী, এনজিও, আধিজাতিক (সুপ্রা-নেশনাল) প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন সরকার তাদের অর্থনৈতিক টেকসই এর জন্য বিভিন্ন নীতিমালা, কর্মসূচি ও সহায়তামূলক পরিষেবার মাধ্যমে এসএমই-এর গুরুত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলো প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। তবে বৃহত্তর বিনিয়োগের মাধ্যমে যে কোনো অর্থনীতিতেই এসএমই-এর দ্রুত হারে বৃদ্ধি ও বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণী ৪ দেখাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সকল শিল্প উদ্যোগে মাত্র ৫০.৯১ শতাংশ হচ্ছে এসএমই, যা তালিকাভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তদপুরি, জিডিপিতে অবদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কেবল পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, এবং কর্মসংস্থানের অবদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এসএমই সবচেয়ে তলানিতে রয়েছে। এই তিনটি সূচক দেখায় যে, বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এসএমই এর বিকাশের সম্ভাবনাকে এখনো সেভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি।

সারণী ৩: অঞ্চল এবং কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অবস্থা

বিবরণ	মাইক্রো	ক্ষুদ্র	মাঝারী	বৃহৎ	মোট	এসএমইএর শতাংশ
সরকারি	০০	০০	৪৮	৫৫	১০৩	৪৬.৬০%
বেসরকারি	১৭,৩৮৪	১৫,৬৬৬	৫,৮৭৭	৩,৩০৪	৪২,২৩১	৫১.০১%
সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ	০০	০০	১৪	২১	৩৫	৫০.০০%
দেশী ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগ	০০	০০	৭৫	৮৫	১৬০	৪৬.৮৮%
বিদেশী	০০	০০	৮৯	১৭৪	২৬৩	৩৩.৮৪%
মোট	১৭৩৮৪	১৫৬৬৬	৬১০৩	৩৬৩৯	৪২৭৯২	৫০.৮৭%
বণ্টন (%)	৪০.৬২	৩৬.৬১	১৪.৩০	৮.৫০	১০০.০০	

সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স

সারণী ৪ : বাংলাদেশে এসএমই-এর বৃদ্ধির সম্ভাবনা

দেশ	সমস্ত উদ্যোগের শতাংশের হিসাবে এসএমই	জিডিপিতে এসএমই এর অবদান (%)	কর্মসংস্থানে এসএমই এর অবদান (%)
বাংলাদেশ	৫০.৯১	২০.২৫	৩৫.৪৭
ভারত	৯৭.৬০	৮০.০০	-
পাকিস্তান	৬০.০০	১৫০০	৮০.০০
চীন	৯৯.০০	৬০.০০	৯২.০০
জাপান	৯৯.৭০	৬৯.৫০	৭২.০০
হংকং	-	-	৬১.৫০

সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; এশিয়ার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (ICOSA), জাপান: দি ডেইলি স্টার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ২০১৪।

৩. এসএমই এর উন্নয়নে এসএমই নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ সরকার এসএমই এর উন্নয়নে একটি রেগুলেটরি কাঠামো ও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সেগুলো সংক্ষপে তুলে ধরা হলো:

নীতিমালার কাঠামো

। জাতীয় শিল্প নীতিমালা ২০১৬
। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
। এসএমই নীতিমালা ২০১৯

সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠানাদি

। ওয়ান-স্টপ সার্ভিস
। এসএমই ফাউন্ডেশন
। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ক্রেডিট এন্ড মনিটরিং ডিপার্টমেন্ট
। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি)
। বেসিক ব্যাংক

দেশের বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি, বেসরকারি/শীর্ষ সংস্থা, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ ও এসএমই নীতিমালা ও কর্মসূচি নিম্নরূপ দেখানো হয়েছে:

	উদ্যোগ, কর্মসূচী ও নীতিমালা	সরকারি খাতের সংগঠন	বেসরকারি খাতের সংগঠনের
ক	**উদ্যোক্তা সংস্কৃতির প্রচার**		
১	এসএমই প্রচারমূলক কাউন্সিল/সংস্থা	এসএমই সেল এসএমই উপদেষ্টা প্যানেল	-
২	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রচারমূলক প্রচারাভিযান	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন	-
৩	সফল এসএমই এর জন্য পুরস্কার 'বর্ষসেরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা'	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়	ডিসিসিসিআই, এফবিসিসিআই
৪	এসএমই এর জন্য কোয়ালিটি এওয়ার্ড	-	-
৫	রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা/বিবৃতিতে এবং বাজেট বিবৃতিতে উদ্যোক্তা বিষয়ক উল্লেখ	প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় এসএমই- এর কথা উল্লেখ করেছেন	-
৬	জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা	খুব সম্প্রতি সরকার কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে	-
৭	জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা, উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতার উন্নয়নে সরকারের ভিশন	সরকার কর্তৃক এসএমই নীতি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে	-
৮	এসএমই-এর জন্য উদ্যোক্তা প্রোফাইলের প্রচার	বাংলাদেশ ব্যাংক/ এসএমই ফাউন্ডেশন	-
৯	বেঞ্চমার্কিং এবং সেরা প্র্যাকটিস নেটওয়ার্কের প্রচার	করতে হবে	ক্যাটালিস্টের মতো এই ধরনের বেসরকারি খাতের প্রচেষ্টায় এই ধরনের মডেল সূচিত হয়েছে

	উদ্যোগ, কর্মসূচী ও নীতিমালা	সরকারি খাতের সংগঠন	বেসরকারি খাতের সংগঠনের
ক	**উদ্যোক্তা সংস্কৃতির প্রচার**		
১০	নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের প্রচার	সরকার নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে	নারী ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করছে
১১	ই-বাণিজ্য এবং আইসিটি উন্নয়নের প্রচার	সরকার আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে	বেসরকারি খাতের আইসিটি ব্যবসা দ্রুত বাড়ছে
১২	এসএমইর জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রচার	-	বাণিজ্য সংস্থা
১৩	এসএমই-এর জন্য আর্থিক পণ্য এবং স্কিমগুলির প্রচার	এসএমই ঋণ প্রদানকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানা- ধীন এসএমই ব্যাংকের জন্য এডিবি ঋণ	বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
১৪	এসএমই এর জন্য প্রোডাক্টিভিটি প্রচারাভিযান	ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন	-
১৫	তথ্য এবং ব্যবসায়িক সামঞ্জস্যপূর্ণ এসএমই তথ্যভান্ডার, এসএমই প্রকাশনা, এসএমই ওয়েব-ভিত্তিক পোর্টালগুলোর প্রচার এবং প্রাপ্যতা	বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স এসএমই সেল দ্বারা চালুকৃত এসএমই ওয়েবসাইট	ক্যাটালিস্ট/এসইডিএফ/ জিটিজেড/ জবস/ এমআইডিএএস
১৬	অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান	বিএসসিআইসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট	-
খ	**বিধি ও নীতিমালা**		
১	জাতীয় পর্যায়ে এসএমই উনয়নের জন্য আইন/বিধি/ নীতি - একটি এসএমই ফ্রেমওয়ার্কের উপলব্ধতা	শিল্প নীতিমালা ২০০৫/২০১০/২০১৬, এসএমই নীতিমালা ২০১৯, রপ্তানি নীতিমালা ২০১৫	-
২	প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য নীতি/বিধি	-	-
৩	আইসিটি উন্নয়নের জন্য নীতি/বিধি	আইসিটি/ওয়েব-পোর্টাল-বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন	-
৪	বাজারে এসএমই এর সুযোগের জন্য নীতি/বিধি	বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালা ও ঋণ কর্মসূচি	-
৫	আর্থিক সুবিধাসমূহে এসএমই এর সুযোগের জন্য নীতি/বিধি	বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালা ও ঋণ কর্মসূচি	-
৬	উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য নীতি/বিধি (এসএমই নীতির পাশাপাশি আলাদা নীতি, যদি থাকে)	-	-
৭	দেউলিয়া আইন যা টেকসই বা প্রতিযোগিতামূলক নয় এমন উদ্যোগের প্রস্থান মসৃণ করে	দেউলিয়া বিষয়ক আইন	-
৮	এসএমই-তে প্রভাবকারী শ্রম আইন ও কর্মসংস্থান বিধি	হ্যাঁ	-
৯	এসএমইকে অবকাঠামোগত সুবিধা/ছাড় দেওয়া	বিএসসিআইসি প্রদান করে	-
১০	এসএমইকে অর্থায়নের জন্য স্পেসালাইজড প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন	এখন পর্যন্ত না	-
১১	এসএমই-এর জন্য আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত প্রবিধান; যেমন, কর ছাড়/সুবিধা, এসএমইগুলির জন্য শুল্ক ছাড়	বিশেষ কিছু না	-

	উদ্যোগ, কর্মসূচী ও নীতিমালা	সরকারি খাতের সংগঠন	বেসরকারি খাতের সংগঠনের
খ	**বিধি ও নীতিমালা**		
১২	এসএমইতে প্রোডাক্টিভিটি উন্নয়নের জন্য নীতিমালা/আইন	এখন পর্যন্ত না	-
গ	**প্রশাসনিক পরিবেশ/ফ্রেমওয়ার্ক**		
১	রেগুলেটরি প্রক্রিয়ায় এসএমই বিষয়ক মতামত উপস্থাপনের জন্য বাধ্যতামূলক স্থায়ী বা বিশেষ ইউনিটের উপলব্ধতা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসএমই সেল	-
২	এসএমই-এর উন্নয়ন এবং নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়নের কালে এসএমইদের মতামত বিবেচনায় নেওয়ার জন্য কাউন্সিল/পরামর্শকারী সংস্থা/ টাস্ক ফোর্স	এসএমই উন্নয়নে ন্যাশনাল টাস্কফোর্স	-
৩	এসএমই বিকাশের জন্য বিশেষজ্ঞদের উপদেষ্টা/উপদেষ্টা বোর্ড/ বিশেষায়িত বোর্ড গঠন করা হয়েছে (সাধারণ বা নির্দিষ্ট কোনো খাতে)	এসএমই উপদেষ্টা প্যানেল	-
৪	এসএমইর জন্য প্রোডাক্টিভিটি উন্নয়ন কর্মসূচির প্রাপ্যতা	হ্যাঁ	-
৫	দেশের জন্য উদ্যোক্তা প্রোফাইল/উদ্যোক্তা সূচকের প্রাপ্যতা	এখনো বিকাশ করতে হবে	-
৬	উদ্যোক্তা প্রোফাইল, উদ্যোক্তা কার্যকলাপ, এবং উদ্যোক্তা ব্যবসার পরিবেশ (Entrepreneurial Business Environment-EBE) নিরীক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা/কর্মসূচি	-	-
৭	উদ্যোগমূলক (entrepreneurial) মানসিকতা, কর্পোরেট ভিশন ও কর্পোরেট উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি	বাংলাদেশ ব্যাংক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক)	-
৮	এসএমই উন্নয়ন পদ্ধতি: সংস্থাগুলির নিবন্ধন, একটি নতুন সংস্থা গঠন, তালিকার প্রয়োজনীয়তা	হ্যাঁ	-
	প্রতিযোগীতামূলক নয় এমন ফার্মের প্রস্থান	না	-
	কমপ্লায়েন্স ও রিপোর্টিং	না	-
	লাইসেন্সিং	না	-
	একাউন্টিং মান	হ্যাঁ	-
	ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আইটি চালিত যোগাযোগ	না	-
	করাধান	না	-
	উপযোগমূলক সেবা (ইউটিলিটিস)	হ্যাঁ, কিন্তু এসএমই এর জন্য সুযোগ অসঙ্গত	-
	স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন	না	-
	গুণগত সনদ, আইএসও (ISO) সনদ	কার্যত না	-
ঘ	**উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা**		
১	বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে উদ্যোক্তাদের জন্য পাঠ্যক্রম (স্টার্ট-আপ কৌশল, উদ্যোক্তামূলক আচরণ, স্টার্ট-আপগুলিতে বিপণন এবং অর্থায়নের প্রয়োগ, অর্থায়ন যেমন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার, ফ্র্যাঞ্চাইজিং, কর্পোরেট উদ্যোক্তা, প্রোটোটাইপিং, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি)	কিছু ভালো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ও এমবিএ কোর্সের অংশ হিসেবে পড়ানো হয়	-

	উদ্যোগ, কর্মসূচী ও নীতিমালা	সরকারি খাতের সংগঠন	বেসরকারি খাতের সংগঠনের
ঘ	**উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা**		
২	উদ্যোক্তা দক্ষতা বিকাশের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম/সংযুক্তি	না	-
৩	এসএমই এবং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ	অতি অল্প	-
৪	ইনস্টিটিউট অফ এন্টারপ্রেনারশিপ (ইনস্টিটিউট ও পরিষেবার ভিন্ন মডেল, যদি প্রযোজ্য হয়)	বাংলাদেশে কোনো উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান নেই	-
৫	উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম; যেমন প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ; কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, উদ্যোক্তা এথিকস, উৎপাদনশীলতা এবং গুণগত সচেতনতা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, আইসিটি উন্নয়ন, তাদের কর্মীদের সাথে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় এবং জোট গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর কোর্সের মধ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), এমওআই-তেও, দেশে বাস্তবে কোয়ালিটি-এডমিনিস্ট্রেশনের মান উন্নত করতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে।	-
৬	অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রতিষ্ঠান (স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদির দিকে পরিচালিত)	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (শ্রম, বস্ত্র, শিক্ষা) তত্ত্বাবধানে ১০০ টিরও বেশি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) রয়েছে; এগুলোতে তুলনামূলকভাবে স্বল্পমেয়াদী পুনঃ-দক্ষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রয়েছে	-
৭	গুণগত মান নির্ধারণ ও যাচাইকরণ প্রতিষ্ঠান	না	-
৮	এসএমই-এর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	না	-
ঙ	**এসএমই উন্নয়নের জন্য নেটওয়ার্ক ও সংযোগ**		
১	ক্লাস্টার ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজের প্রাপ্যতা (ক্লাস্টার মডেলের স্থিতিমাপ ও সক্রিয়তা আলাদাভাবে আলোচনা করুন, যদি প্রযোজ্য হয়)	দেশে এক বা অন্যান্য পণ্যের ওপর ভিত্তি করে ৩০-৪০টি ক্লাস্টার রয়েছে	-
২	ব্যবসার উন্নয়ন এবং ব্যবসায়িক সহায়তা পরিষেবা প্রদানকারীদের প্রাপ্যতা (এই পরিষেবা প্রদানকারীদের নির্দিষ্ট মডেলসমূহ, কোন কোন নির্দিষ্ট পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং কীভাবে এসএমইগুলির কাছে এই পরিষেবাগুলি বাজারজাত করা হচ্ছে তা আলাদাভাবে আলোচনা করুন)	বিএসসিআইসি প্রচুর বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করে এবং তারপর এসসিআই উদ্যোক্তা, সম্ভাব্য ব্যবসায়ী ও শিল্প গোষ্ঠীর নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু ফান্ডিং এর সমস্যার কারণে এটি আর আগের মতো করে কাজ করতে পারছে না। একইভাবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, বুয়েটের মতো প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে প্রায়ই যোগাযোগ করেন ও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্মানীর বিনিময়ে তারা ইস্পাতের স্ট্রেন্থ, ধাতুর টেম্পারিং এর মূল্যায়ন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন।	-

	উদ্যোগ, কর্মসূচী ও নীতিমালা	সরকারি খাতের সংগঠন	বেসরকারি খাতের সংগঠনের
ঙ	**এসএমই উন্নয়নের জন্য নেটওয়ার্ক ও সংযোগ**		
৩	এসএমই-এর জন্য ব্যবসায়িক উপদেষ্টা/পরামর্শ পরিষেবার প্রাপ্যতা	না	কিছু কনসালটেন্সি সংস্থা রয়েছে যারা এই ধরনের বিশেষজ্ঞ পরিষেবা বিক্রি করে
৪	SME-এর জন্য দেশীয় এবং/অথবা আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে কৌশলগত জোট এবং যৌথ উদ্যোগ	না	না
৫	বৃহত্তর শিল্পদ্যোগ দ্বারা এসএমইগুলির জন্য সাব-কন্ট্রাক্টিং সমর্থন		হ্যাঁ, পোশাক এবং নিটওয়্যার শিল্পে
৬	ব্যবসায়িক ইনকিউবেটরের প্রাপ্যতা (সর্বাধিত ব্যবহৃত ইনকিউবেটরের মডেল নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করুন)	না	না
৭	বাজারে সুযোগের জন্য সংযোগ কর্মসূচী/ এসএমই এর জন্য দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারে সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী, পণ্যের উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সুবিধা ইত্যাদি	না	না
৮	দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সাপাই চেইন এবং ভ্যালু চেইন নেটওয়াক	হ্যাঁ	হ্যাঁ
চ	**প্রযুক্তি ও আইসিটি**		
১	আন্তঃসীমান্ত প্রযুক্তিগত সহযোগিতার উদ্যোগ (যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন, যৌথ বাণিজ্য), প্রযুক্তি-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের জন্য আঞ্চলিক সমিতির প্রবর্তন	না	না
২	প্রযুক্তি ব্যবসা ইনকিউবেটর	না	না
৩	ব্যাক-আপ বা পাইলট এবং ডেমোস্ট্রেশন প্রকল্প এর প্রাপ্যতা যা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে	না	না
৪	প্রযুক্তি-উদ্যোক্তা বা টেকনোপ্রেনিউরদের উন্নয়নের জন্য সুবিধাসমূহ জ্ঞানকেন্দ্র, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং নিরীক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদির প্রাপ্যতা	না	না
৫	বেঞ্চমার্কিং অনুশীলন এবং সেরা অনুশীলনগুলি ভাগ করে নেওয়ার সুবিধা - বেস্ট প্র্যাক্টিস নেটওয়ার্ক	বুয়েট এবং অন্যান্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেঞ্চমার্কিং সুবিধা অসংলগ্নভাবে বিদ্যমান	-
৬	ই-বিজনেস ও ই-কমার্স সুবিধা, ইন্টারনেট ও অন্যান্য ই-মার্কেটের ব্যবহার, ই-বিজনেস পদ্ধতির প্রাপ্যতা ও সহায়তা	-	-
৭	ওয়েব-ভিত্তিক এসএমই পোর্টাল, এসএমই তথ্যভান্ডার, তথ্য নেটওয়ার্কের প্রাপ্যতা	-	-
ছ	**আর্থিক সহায়তা**		
১	এসএমইকে আর্থিক সুবিধা প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা এবং ভূমিকা	হ্যাঁ। বাংলাদেশ ব্যাংকের আলাদা বিভাগ এবং ঋণ কর্মসূচী রয়েছে। এটি প্রোফাইল রাখে; শিল্পসংক্রান্ত ঋণ প্রতিবেদন, এসএমই ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচী তৈরি করে। এসএমই উন্নয়নে সরকারি এনজিওগুলোর শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে।	

	উদ্যোগ, কর্মসূচী ও নীতিমালা	সরকারি খাতের সংগঠন	বেসরকারি খাতের সংগঠনের
জ	**আর্থিক সহায়তা**		
২	এসএমই-এর জন্য বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা	হ্যাঁ। এগুলো হলো এসএমই ফাউন্ডেশন, বিএসসিআইসি, পিকেএসএফ ইত্যাদি। এগুলো সরকারি মালিকানাধীন।	এনজিও এবং গ্রামীণ ব্যাংক বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৩	ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য বিশেষায়িত আর্থিক পণ্য এবং প্রণোদনা	হ্যাঁ। বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এনবিএফআই ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিশেষ স্কিমের অধীনে তহবিল পায়। এছাড়াও, তারা জেনারেটে ফান্ড থেকে এসএমই এর জন্য বিভিন্ন স্কিমের অধীনে ঋণ প্রদান করে।	
৪	এসএমই ফান্ড, টেকনোপ্রেনিউরশিপ বা উদ্যোক্তা ফান্ড ইত্যাদির প্রাপ্যতা	হ্যাঁ। বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে এসএমইকে বিশেষ ফান্ড সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, কোভিড-১৯ এর সময় পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।	
৫	ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড, বা ঝুঁকি অর্থায়ন প্রক্রিয়া, ঝুঁকি প্রশমন ফান্ড, ঋণ গ্যারান্টি স্কিম এর প্রাপ্যতা	হ্যাঁ। এখানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড এবং ঋণ গ্যারান্টি স্কিম আছে; কিন্তু সেগুলো চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত	
৬	প্রযুক্তিগত সহায়তা, বাজারে সুযোগ, উৎপাদনশীলতার উন্নতিসাধন, গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন, পণ্য উন্নয়ন, ই-ব্যবসা, আইসিটি উন্নয়ন, সাপাই চেইন নেটওয়ার্ক ইত্যাদির জন্য এসএমই-তে অনুদান	উল্লেখিত এসএমই এর উদ্দেশ্যে আজ অবধি কোন অনুদান পাওয়া যায়নি।	

সূত্র: মিয়া, এম.এ. (২০০৬), এন ওভারভিউ অব এসএমইএস ইন বাংলাদেশ, এ প্রোজেক্ট অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আন্ডার মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রীজ, বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এসএমই সমিতিসমূহ

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি এসএমই সমিতি রয়েছে। এসএমই উন্নয়নে এই সমিতিগুলো কাজ করছে বলে জানা গেছে। এ সমিতিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বন্দ্ব নিরসন, এসএমই স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা এবং নীতিমালার সমর্থনের জন্য বেসরকারি ও সরকারি এজেন্টদের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে এসএমইগুলোর বিকাশ ঘটানো। এসএমই সমিতিগুলো নিম্নরূপ:

১. ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)
২. বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)
৩. মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই)
৪. বাংলাদেশ নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ)
৫. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)
৬. বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা)
৭. এসএমই ফাউন্ডেশন
৮. বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তা সমিতি (ডবিউইএবি)
৯. বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)
১০. চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিআই)
১১. বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন (বিটিএ)
১২. জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ
১৩. মিডাস (মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স অ্যান্ড সার্ভিস)
১৪. এসোসিয়েশন অফ গ্রাসরুটস ওমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস বাংলাদেশ (এজিডবিউইবি)
১৫. বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ)
১৬. বাংলাদেশ নারী উদ্যোক্তা ফেডারেশন
১৭. এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ
১৮. ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
১৯. বাংলাদেশ হার্ডওয়্যার অ্যান্ড মেশিনারি মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন
২০. বাংলা ক্রাফট
২১. বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি (বিএমএসএস)
২২. বাংলাদেশ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুত কারক সমিতি

বাংলাদেশে এসএমই এর পরিচালন-ব্যবস্থা (গভার্নেন্স)

বাংলাদেশে এসএমই এর টেকসই অগ্রগতির জন্য গভার্নেন্স বা পরিচালন-ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান বিষয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাইক্রো শিল্প উদ্যোগে কিছু বিষয় যেমন আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন, লাইসেন্স, এবং করদাতা শনাক্তকরণ নাম্বার (টিআইএন) এর মতো প্রশাসনিক কাগজপত্রের অভাব রয়েছে। যথাযথ ডকুমেন্টেশন এবং পরিচালনা-ব্যবস্থা ছাড়া, অনেক এসএমই সরকারি কর্মসূচি এবং প্রণোদনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় যা তাদের অগ্রগতিকে আরও সহজ করতে পারত। এই সুযোগ বৃদ্ধি করতে এবং ক্রমাগত অগ্রগতির জন্য আরও সুযোগ তৈরি করতে, এসএমই উদ্যোক্তাদের এসএমই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একত্রে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা তাদেরকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে টিকে থাকাতে সহায়তা করবে।

অপর্যাপ্ত পরিচালনা-ব্যবস্থাও এসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক খাতে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত করছে। আনুষ্ঠানিক খাতের তুলনায় অনানুষ্ঠানিক খাতগুলো এসএমই-কে কম খরচে আরও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা করার সুযোগ দেয়। বহু উদ্যোক্তা ভয় পান যে, আনুষ্ঠানিক খাতের দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাদের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করবে। তারপরেও এই সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সহজ কর এবং পরিচালন/প্রশাসনিক ব্যবস্থা এসএমইগুলির টেকসই বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য সহায়ক। তাই, নীতি নির্ধারকদের উচিত সুশাসনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক খাতে প্রবেশের জন্য এসএমইকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে কর সংক্রান্ত বিধি ও আইন-কানুনকে সহজ করে তোলা।

এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি সমীক্ষায় (Siddiqui, 2020) দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ এসএমই উদ্যোক্তা আয়কর প্রদান এবং মূল্য সংযোজন করকে (ভ্যাট) তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে বিবেচনা করে। কর সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রতি এসএমই এর এমন বিরূপতার জন্য সমীক্ষা তিনটি পরিস্থিতিকে দায়ী করেছে : পরিচালনের জন্য নথিবিহীন এসএমই, পছন্দের তালিকা থেকে নির্দিষ্ট কিছু এসএমই-ভিত্তিক খাতকে বাদ দেওয়া এবং পছন্দের ক্ষেত্রগুলির বাইরে থাকার কারণে এসএমই-কে বাদ দেওয়া। এছাড়াও, এসএমইগুলো প্রায়শই আয়কর এবং ভ্যাটের ক্ষেত্রে দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমের জন্য নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে এসএমই খাতকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত:

ক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) হচ্ছে দেশের জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই এর প্রধান দায়িত্ব জাতীয় মান অনুযায়ী পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা।

খ) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস (ডিপিডিটি) অধিদপ্তর দেশে উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট প্রদান করে।

গ) যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর দেশের বেসরকারি ও সরকারি কোম্পানির নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি পার্টনারশিপ সংস্থাগুলোর স্বেচ্ছায় নিবন্ধন নিয়েও কাজ করে।

ঘ) বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এবং স্থানীয় সরকার তাদের এখতিয়ারে ব্যবসা করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করে।

ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন লাইসেন্স ও সনদ প্রদান করে। যেমন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানি ও আমদানির সনদ ইস্যু করে এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিবেশ-সম্পর্কিত সনদ প্রদান করে।

৪. এসএমই-এর সম্মুখে থাকা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলোর শনাক্তকরণ

বাংলাদেশের এসএমই ঋণের সংকট, দুর্বল প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান, দক্ষ শ্রমশক্তির অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলোর অপর্যাপ্ত আর্থিক ও রেগুলেটরি সহায়তার কারণে ব্যালেন্সিং, আধুনিকায়ন, বিস্তার এবং প্রতিস্থাপন (BMRE)-এ উল্লেখযোগ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

যদিও বাংলাদেশ সরকারের এসএমই নীতি রয়েছে, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এসএমই সেল (এমওসি), বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ক্রেডিট এবং মনিটরিং বিভাগ এবং বিনিয়োগ বোর্ডের (বিওআই) ওয়ান স্টপ সার্ভিসেস রয়েছে, এই নীতিসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও পর্যন্ত এসএমই খাতকে সহায়তা করার জন্য অপর্যাপ্ত বলেই প্রমাণিত হচ্ছে।

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী হচ্ছে উচ্চ লেনদেনের খরচ, অকার্যকর এসএমই নীতি এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের দুর্বল ক্ষমতা (Chowdhury, et al. 2013 and Khandaker, 2014)। খান (2004) বাংলাদেশে এসএমই খাতের বিকাশের ক্ষেত্রে আরও কিছু সীমাবদ্ধতা খুঁজে পেয়েছেন : ক) সকল স্তরে দক্ষতার ঘাটতি (প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তাদের সুবিধা প্রদান); খ) শিল্প সংগঠনের অভাব; গ) বাজারের সীমিত আকার এবং নিম্ন বৃদ্ধির হার; ঘ) সুষ্ঠু নীতিমালা ও গঠনমূলক কর্মসূচির অভাব এবং ঙ) প্রযুক্তিগত দুর্বল অবস্থা। Quddus and Rashid (2000) দেখিয়েছেন যে, এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের একটি এসএমই শুরু করার জন্য অসংখ্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। Begum (1993) বলেছেন যে, অপর্যাপ্ত সরকারি প্রচেষ্টা এবং দুর্বল রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা বাংলাদেশে এসএমই বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মন্থর করে তুলছে। পরিশেষে, বাংলাদেশে অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব বাংলাদেশে এসএমই বৃদ্ধির জন্য আরেকটি বাঁধস্বরূপ। (McDowell, 1997)।

দুর্নীতি দমনে বাণিজ্য সংস্থার অঙ্গীকার

এই প্রকল্পের পরিকল্পনায় দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়িক সহায়তা সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্ত মূল সাংগঠনিক নথিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, এই নথিগুলো সম্মুখীন সমস্যাসমূহ এবং জাতীয় ও উপ-জাতীয় স্তরে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের (গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও দুর্নীতি) জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য প্রদান করবে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, বাণিজ্য সংস্থা এই নথিগুলো দেখাবে, কীভাবে এই সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করা হয়, কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়েছিল কি না। এগুলো বর্তমান প্রচেষ্টাগুলোর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমরা দশটি জাতীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থা থেকে মোট ১৫২টি প্রকাশনা সংগ্রহ করেছি (পরিশিষ্ট ১)। জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে তাদের সামগ্রিক প্রভাবের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের কাছ থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিশ্রুতি পাইনি। যেমন, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) হলো বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী বৃহত্তম বাণিজ্য সংস্থা; সদস্য হিসেবে এতে রয়েছে ১০৬টি চেম্বার অফ কমার্স এবং ৪০২টি বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি। তবু, এফবিসিসিআই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোনো স্পষ্ট ও পাবলিক প্রতিশ্রুতি দেয়নি। বরং, এফবিসিসিআই-এর ওয়েবসাইট অনুসারে এটি বেসরকারি খাতের স্বার্থ রক্ষার্থে পরামর্শ ও উপদেশমূলক নীতি নির্ধারণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে"। এফবিসিসিআই-এর সভাপতি "নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের সাথে কাজ করা"কে সংস্থার মূল কাজ বলে বর্ণনা করেন। (Uddin, 2022)। উপরন্তু, গবেষকরা সরকার থেকে এফবিসিসিআই-এর স্বাধীনতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (Mirdha, 2021)।

একইভাবে, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) "দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্য সংস্থা", যার প্রায় ৪৫০০ সদস্য রয়েছেন। তারাও দুর্নীতি দমনকে

সাংগঠনিক অগ্রাধিকার হিসাবে গণ্য করেনি। ("BGMEA | BGMEA at a Glance" 2020)। এর কোনো নথিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বা সামগ্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোনো নীতি বা উদ্যোগের উল্লেখ নেই।

কর সংগ্রহ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দুর্নীতির কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু প্রাপ্ত দলিলাদি অনুযায়ী বিজিএমইএ এই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত ও মোকাবিলা করতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। অধিকাংশ দলিলপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা বরং অন্যান্য সমস্যাগুলোর ভেতর কর সংস্কার ও ভর্তুকি বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে।

এই দলিলাদি ও নথিসমূহে পাঁচটি মূল বিষয়ের (গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি) অনুপস্থিতি বর্তমান প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তাকে পরোক্ষভাবে বৈধতা প্রদান করে। এই সমস্যাগুলো আলোচনা, সকলের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করা, সমাধানের পথ অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যতের সমাধানের জন্য পরিকল্পিতভাবে নীতিনির্ধারকদের সাথে কাজ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। তাই আঞ্চলিক ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) ও একটি জাতীয় সংলাপ বর্তমান পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করবে।

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিকোণ

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ এবং এসএমই বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতে দুর্নীতির বিস্তারকে স্বীকার করেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকারি খাতে দুর্নীতির ঘটনা এবং প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে এমন একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "দুর্নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি এমন কোনো খাত নেই।" একজন ব্যবসায়ী নেতা উল্লেখ করেছেন যে, সমাজে বিশেষত ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক খাতের দুর্নীতির সামগ্রিক অবস্থার সাথে এসএমই খাতের দুর্নীতির প্রবণতার মিল রয়েছে।

একটি জাতীয় সংস্থার নেতা একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, "কেবল এসএমই খাতেই নয়, দুর্নীতি দেশের সকল খাতের জন্যই বাধা স্বরূপ" এবং শিক্ষাবিদরা এটিকে 'প্রত্যক্ষ/প্রমাণ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তদপুরি, বাণিজ্য সংস্থা ও উদ্যোক্তারা এসএমই খাতের সাথে জড়িত বিদ্যমান দুর্নীতি চর্চার কিছু বিশেষ দিক ও এর উৎস চিহ্নিত করেছেন। তারা সরকারি সংস্থা থেকে লাইসেন্স ও অনুমতি পাওয়ার জন্য ঘুষ প্রদান দুর্নীতির প্রধান উপায় হিসেবে উল্লেখ করেন।

ব্যবসায়ী সংগঠনের এক নেতা বলেছেন, "প্রতিটি স্তরে আমলাতন্ত্রের চাকায় তেল দিতে হবে আপনাকে"। দুর্নীতির ব্যাপকতার পিছনে পুরো প্রক্রিয়ার অত্যধিক আমলাতান্ত্রিকীকরণ পরোক্ষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন অনেকে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ায় বিশেষ শিল্প উদ্যোগের প্রতি সরকারি অগ্রাধিকার দুর্নীতির আরেকটি বড় নজির। একইভাবে, অনেক এসএমইকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়। ব্যবসায়ী সংগঠনের একজন নেতা বলেছেন, "এসএমই-কে ঋণ বরাদ্দের জন্য ব্যাংকগুলো সরকারের কাছ থেকে প্রণোদনা পায় না"। সমীক্ষায় একজন উত্তরদাতা বলেন যে, এসএমই এর জন্য যে ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল বরাদ্দ করা হয় সেগুলোতে বহু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের প্রভাব ও সংযোগ ব্যবহার করেন।

> "প্রতিটি স্তরে আমলাতন্ত্রের চাকায় তেল দিতে হবে আপনাকে"

এসএমই ও অন্যান্য ক্রীড়নকদের মধ্যকার সম্পর্ক বিদ্যমান দুর্নীতি চর্চার আরেকটি গুরুতর উপাদান। গবেষণা প্রকল্পের জন্য গৃহীত সাক্ষাতকারে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, ব্যবসায়ের কমপাইয়েন্সের শর্তাবলী জাল করার জন্য ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের সাথে গোপনে আঁতাত করে। আরেকজন উত্তরদাতা বলেন, এই ধরনের আঁতাত পাবলিক কন্ট্রাক্টিং-এ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টিকে দুর্নীতি মোকাবিলার পদ্ধতি এবং "প্রায় টিকে থাকা'র একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কয়েকজন উত্তরদাতা বলেছেন যে, দুর্নীতি, বিশেষত সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ নেয়ার ঘটনা ঘটে অংশত এসএমইএর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অভাবের কারণে। "অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা' বলতে উত্তরদাতারা ছোট ছোট ফার্মগুলো বা শিল্প উদ্যোগগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অভাবকে বুঝিয়েছেন।

অনেক অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন, চাহিদা (ডিমান্ড) ও সরবরাহ (সাপ্লাই) উভয় দিকে দুর্নীতির চর্চা দুর্নীতির চক্র তৈরি করেছে। একটি আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার নেতা জানিয়েছেন, "আমরা যদি প্রতিযোগিতায় সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুষ দেই, তাহলে আমরা খোদ ব্যবস্থার ভেতরেই ঘুষ নেওয়ার চাহিদা তৈরি করি"।

দুর্নীতিকে পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়ার যে 'মানসিকতা' জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছে, অনেক উত্তরদাতা সেটাকেই অর্থনীতি জুড়ে, বিশেষত এসএমই খাতে অব্যাহত দুর্নীতির প্রসারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী নেতারা বলেছেন, নাগরিকগণ দুর্নীতিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অভ্যাসের সাথে 'অবিচ্ছেদ্য' হিসেবে বিবেচনা করেন। এই প্রবণতা দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াকে নিরব করে দেয় এবং এর ব্যবহারকে আরও উৎসাহ যোগায়। একজন বাণিজ্য সংস্থার নেতা মনে করেন, নৈতিক শিক্ষার অভাব (দুর্নীতি) মেনে নেয়ার এই সংস্কৃতিতে অবদান রেখে চলছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে, সরকারি খাতে জবাবদিহিতার অভাব এবং অপরাধীদের দায়মুক্তিকে দুর্নীতি চালু থাকার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, অপরাধীর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে তাদের দুর্নীতিকে প্রায়শই ধাপাচাপা দেওয়া হয়। দুর্নীতি বিরোধী সংস্থার সাথে জড়িত একজন বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের তরফ হতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং দুর্নীতি-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির অভাবকেও বাড়তি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আইন যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ দুর্নীতি মুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য নাগরিক ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।" দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এমন এক পরিবেশ তৈরি করে যেখানে অংশগ্রহণকারী দুর্নীতি সফল হওয়ার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেন। এই ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিষ্ঠানসমূহের অক্ষমতা ও গুরুতর দুর্বলতা দুর্নীতি প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই দুর্বলতাগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্পদ ও বিশেষজ্ঞদের অভাব অন্তর্ভূক্ত। জাতীয় সংস্থার একজন যুক্তি প্রদান করছিলেন, "দুর্নীতির বিভিন্ন কারণ রয়েছে", অন্যদিকে অন্য আরেকটি জাতীয় বাণিজ্য সংস্থার নেতা বলেন যে, কেবল আর্থিক সুবিধা দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারকে ব্যাখ্যা করার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

একজন উত্তরদাতা বলেছেন, অপরাধীদেরকে তাদের সাথে যুক্ত অপরাধ চিহ্নিত করতে না পারার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। যদিও কয়েকজন মনে করেন, বাংলাদেশে নগদ লেনদেনের প্রবণতা দুর্নীতির রাস্তা প্রশস্ত করে। সমাজ যখন ধীরে ধীরে নগদ লেনদেনের পরিবর্তে যথাযথ ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন করবে তখন ক্রীড়নকরা দুর্নীতি চালিয়ে যেতে বাধা পাবে।

অধিকাংশ উত্তরদাতা বেসরকারি খাতের দুর্নীতি বিরোধী কোনো উদ্যোগের কথা উল্লেখ করতে পারেননি। তবে, একজন উত্তরদাতা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কিছু সংগঠনের এই ধরনের কর্মসূচির প্রতি আগ্রহ আছে, কিন্তু সাংগঠনিক কাঠামোর না থাকাতে সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকটি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ দুর্নীতিবিরোধী ও স্বচ্ছতার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ক সচেতনতা বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এর দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণা এই বিষয়গুলোতে মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। তবে অনেক উত্তরদাতা হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, দুর্নীতির মূলোৎপাটনে সুশীল সমাজের আসলে খুব অল্পই করার আছে, কেননা শাসনব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলছে। এক আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার নেতা বলেছিলেন, "যদি সরকার প্রথমে এগিয়ে এসে সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা না করে, তাহলে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব সামান্যই অল্প"। সে নেতা আরও বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশে সুশীল সমাজের সাথে মিলে কাজ করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে দেখি না।" তদপুরি, রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত একজন উত্তরদাতা জানান, খোদ সুশীল সমাজেরই রাজনীতিকীকরণ ঘটে গেছে। দলীয় সম্পর্ক এই ধরনের উদ্যোগে বাঁধা প্রদান করে। এসএমই খাতকে কেন্দ্র করে সরকারি উদ্যোগের প্রতি আমাদের পর্যবেক্ষণ বাণিজ্যিক সংস্থার নেতা ও বিশেষজ্ঞদের কথার মাধ্যমে বৈধতা পেয়েছে।

তদপুরি, তারা সরকারের, বিশেষ করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটাও বলেছেন যে, দুদকের কাজ মারাত্মকভাবে সীমিত। একজন উত্তরদাতা জানান, "সরকারি উদ্যোগ আছে, কিন্তু আমি সেগুলো বাস্তবায়ন নিয়ে সন্তুষ্ট নই।" এসএমই-সাপোর্ট ফাউন্ডেশনের একজন নেতা একই ঘাটতির কথা বলেছেন। আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার একজন নেতা জোর দিয়ে বলেন যে, "যদি দুদক আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে তাহলে ভালো হবে"। পরিশেষে একজন একাডেমিক

> "যদি সরকার প্রথমে এগিয়ে এসে সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা না করে, তাহলে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব সামান্যই অল্প"

উল্লেখ করেন, "দুদক নিয়মিতভাবে এই [এসএমই] খাতকে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু দুর্নীতির আইন বাস্তবায়নের জন্য কোনো আদালত নেই"।

দুর্নীতি চিহ্নিত ও দমনে উক্ত বাণিজ্য সংস্থা এবং সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীন কোনো প্রক্রিয়া তৈরি হয়েছে কিনা তার অনুসন্ধানেও কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। দেশের এবং এসএমই খাতের অন্যতম বিস্তৃত সমস্যার সম্পর্কে মনোযোগের অনুপস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে এতে। একটি আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার নেতা বলেছিলেন, "চেম্বার দুর্নীতি বিষয়ে কাজ করে না। চেম্বার ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে কাজ করে। আমরা বাণিজ্য ও সরকারের মধ্যে এই সমস্যাগুলো [দুর্নীতি] সমাধানে একটি সেতু হিসেবে কাজ করি।" তদপুরি, অনেক নেতাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টেলারেন্স' নীতির ওপর জোরারোপ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সাথে এই সমস্যা সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা করার ওপর জোর দিয়েছেন। অনেকেই দাবি করেছেন, তথ্যকেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু গ্রাহক ও অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে খুব অল্পই দুর্নীতি বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বেসরকারি খাতের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উত্তরদাতার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা দুর্নীতিরোধে বেসরকারি খাতের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; এমনকি যারা এর গুরুত্বের কথা বলেছেন তারাও মনে করেন যে, সরকারি সমর্থন ছাড়া এই ধরনের নেতৃত্ব অর্থহীন। আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার একজন নেতা বলেছেন, "আমরা বেসরকারি খাতের স্টেকহোল্ডাররা নিজেদের মতো করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি; কিন্তু যদি সরকার এগিয়ে না আসে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে, তাহলে কিছুই হবে না"। কেন সরকারি নেতৃত্ব ছাড়া বেসরকারি খাতের প্রচেষ্টা দুর্নীতি রোধ করতে পারবে না - এর উত্তরে মূল তথ্যদাতাগণ বিভিন্ন কারণ জানিয়েছেন; এর মধ্যে রয়েছে যে, সরকার বাণিজ্য সংস্থার নেতাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে এবং ব্যবসায়ী নেতারা সরকারের সমালোচনা করে লোকসানের ঝুঁকি নেবেন না।

অধিকাংশ সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী বাণিজ্য সংস্থার নেতারা স্বীকার করেছেন যে, বর্তমানে এসএমই খাতের দুর্নীতি রোধ বা এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো বেসরকারি খাতের সংগঠন কাজ করছে না। একের অধিক ব্যবসায়ী নেতা বলেছেন যে, এই ধরনের সংগঠনের দুর্নীতি দমনের কোনো উদ্দেশ্য যেমন নেই তেমনি তা মোকাবিলার সরঞ্জামও নেই। একজন বলছিলেন, "আমাদের যে সংগঠন রয়েছে বা আমি যে সংগঠনের সাথে যুক্ত, তাদের আসলে ওভাবে কোনো কাঠামোই নেই"। আরেকজন নেতা আরও বলেছেন, দুর্নীতি বিরোধী কাজ বাণিজ্য সংস্থা দ্বারা "সংগঠিত উপায়ে করা সম্ভব নয়"। নেতৃত্বের স্বেচ্ছাসেবী প্রকৃতিকেও একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তদপুরি, একজন দুর্নীতিবিরোধী এক্টিভিস্ট মনে করেন, জাতীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলোকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া দরকার। তিনি বলেন, "এসএমই সম্পর্কিত বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থাগুলোকে ব্যবসার অখন্ডতা এবং অভ্যন্তরীণ আচরণবিধি প্রচার করা উচিত"। অন্য আরেকটি আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থার প্রধান, সরকার ও সরকারি খাতের যৌথ প্রচেষ্টার পরামর্শ দিয়েছেন।

তবু, দুর্নীতি বিষয়ে বিদ্যমান আইন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থার কার্যকারিতা, বিশেষত আইনগুলোর দুর্বল প্রয়োগ, নিয়ে ব্যবসায়ী নেতা ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছে। দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংস্থার একজন নেতা বলেন, "ভালো আইন রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়ন নেই"। শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতারাও একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। একজন বলেছেন, "মনে হচ্ছে, যারা এটার বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন, তাদের এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। হয় তারা অনিচ্ছুক, না হয় তারা এই আইনগুলোর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছেন না"। দুর্নীতিবিরোধী একজন এক্টিভিস্ট আরও বলেন, "বিদ্যমান আইনি কাঠামো পুরোপুরি আদর্শ না, কিন্তু দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটা পর্যাপ্ত"। আইনি কাঠামোতে দুটো গুরুতর ঘাটতি রয়েছে। একটা হচ্ছে কিছু আইনি ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। বাস্তবায়িত বেশ কিছু আইন দুদককে দুর্বল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের যে কাঠামো রয়েছে সেটাকেও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করানো হচ্ছে সংসদের কাজ। কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলোর তদারকির জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কমিটিগুলো আমাদের গণতন্ত্রের কাঠামোতে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যার সমাধানে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না"।

উত্তরদাতারা বিচারিক প্রক্রিয়ার মন্থরগতি নিয়েও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ বিষয়ে সচেতনতার অভাব ও বাস্তবায়নকে অনেকেই দুর্নীতির জন্য সহায়ক বলে মন্তব্য করছেন। বহু উত্তরদাতা বিদ্যমান দুর্নীতি রিপোর্টিং ব্যবস্থার অকার্যকরতাকে গুরুতর দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, একজন ব্যবসায়ী নেতা বর্তমান ব্যবস্থাকে 'অকার্যকর' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং নতুন একটি ব্যবস্থা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। আরেকজন ব্যবসায়ী নেতা রিপোর্টিং

> "ভালো আইন রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়ন নেই"

প্রক্রিয়া সম্পর্কে নাগরিকদের জ্ঞানের অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এমনকি যদি রিপোর্টিং প্রক্রিয়া বুঝেও থাকেন, তবু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আসলেই অভিযোগ শুনবে কিনা তা নিয়েও উত্তরদাতারা সংশয় প্রকাশ করেন। একজন এও উল্লেখ করেন যে, প্রতিশোধের ভয় মানুষকে এগিয়ে আসতে বাধা দেয়। উত্তরদাতারা দুর্নীতির রিপোর্টিং-এ অধিকতর স্বচ্ছতার পাশাপাশি একটি স্বাধীন দুদকের ক্ষমতায়ন অধিক লোককে দুর্নীতির রিপোর্ট করতে উৎসাহিত করার উপায় হিসেবে দেখছেন।

শক্তিশালী দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপের জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা বাণিজ্য সংস্থাগুলোর নেওয়া উচিৎ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন, যেহেতু অনেকে যুক্তি দিয়েছেন যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করার সুযোগ তৈরি করে, সেহেতু লাইসেন্স করার পদ্ধতি সহজ করা হবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাশাপাশি উত্তরদাতারা জোর দিয়েছেন যে, অর্থবোধক দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপের জন্য আইন সংস্কার করা লাগবে। তবে, এই বিষয়ে তারা নতুন আইনি কাঠামো এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পগুলোর জন্য তদবির নিয়ে সরকারের সাথে কাজ করার বাইরে দৃঢ় ও কার্যকর পদক্ষেপ প্রদান করেননি।" একজন উত্তরদাতা বলেছেন, "[বাণিজ্য সংস্থাগুলোকে] খাত ও উপ-খাত ভিত্তিক আচরণবিধি তৈরির সুবিধা প্রদান করতে হবে এবং এই বিধিগুলো অনুসরণ করার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে"। তবে, একজন উল্লেখ করেছেন যে, বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থাগুলো এসএমই উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত হয় না এবং সে সংস্থা/সংগঠনগুলোর কার্যক্রমও এসএমই এর ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। অতএব, এসএমই উদ্যোক্তারা দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপের অন্য বাণিজ্য সংস্থাগুলোর ওপর নির্ভর করতে পারে না।

তথ্যসূত্র

Asian Development Bank (ADB). (2014). Asia SME Finance Monitor 2013. Manila. Asian Development Bank.

Bangladesh Bank (2016), Small and Medium Enterprise (SME) Credit Policies & Programmes. Dhaka. Bangladesh Bank.

BGMEA | BGMEA at a Glance. (2020). Bgmea.com.bd. 2020. https://www.bgmea.com.bd/page/aboutus.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2013). Economic Census 2013.

Jasra, J.M., Khan, M.A., Hunjra, A.I., Rehman, R.A.U. & Azam, R.I. (2011). Determinants of business success of small and medium enterprises. *International Journal of Business and Social Science,* 2(20):274–280.

Khandker, A. (2014). Constraints and Challenges of SME Development in the Developing countries: A Case Study of India, Pakistan and Bangladesh. *International Journal of SME,* Vol. 1. No. 1. April 2014.

Chowdhury, M. S.A., MdKazi Golam Azam, M.G. and Islam, S. Islam (2013). Problems and Prospects of SME Financing in Bangladesh. *Asian Business Review.* Vol. 2. No. 2.

James R. B., Tong L, Wenling L., Triphon P., and Glenn Y. (2008). Capital Access Index 2007: Best Markets for Business Access to Capital. Santa Monica: Milken Institute.

Kaiser, H.F. (1958). The Varimax criterion for analytic rotation in factor analysis *Psychometrika.* 23: 187-200.

Begum, R. (1993). Entrepreneurship in small industries: a case study of engineering units. *Dhaka University Journal of Business Studies,* 14(1): 159-168.

Chowdhury, M. (2007). Overcoming entrepreneurship development constraints: the case of Bangladesh. *Journal of Enterprising Communities.* 1(3): 240-251, Emerald.

Khan, A. (2004). Development of Small and Medium Scale Enterprise in Bangladesh: Prospects and Constraints (April 1, 2010). *SSRN Electronic Journal.* https://doi.org/10.2139/ssrn.1583707.

McDowell, S.D. (1997). Globalization, Liberalization and Policy Change: A Political Economy of India's Communication Sector. New York: St. Martin Press.

Minton, A.A. (2006). SMEs in Bangladesh. *CACCI J.* 1(1): 12-19.

Mirdha, R. U. (2021, April 29). Is FBCCI becoming a puppet organisation? T*he Daily Star.*

Odonkor, A. A. (2021, December 24). How Can SMEs Spur Inclusive Growth in Bangladesh? *The Diplomat.*

Quddus, M. and S. Rashid. (2000). Entrepreneurship and Economic Development: The Remarkable Story of Garment Exports from Bangladesh. *The University Press.* Limited. Dhaka.

Siddiqui, M. S. (2020, November 19). The legal environment and the SME sector. *The Financial Express.*

Steel, W.F. (1994). Changing the Institutional and Policy Environment for Small Enterprise Development in Africa. *Small Enterprise Development.* 5(2): 4-9.

Uddin, Jashim. (2022, February 4). We'll give the government a logistics road map. *The Business Standard.*

Yoshino, N. and Taghizadeh-Hesary, F. (2016). Major Challenges Facing Small and Medium-sized Enterprises in Asia and Solutions for Mitigating Them. No. 564. Manila: ADB Institute.

পরিশিষ্ট ১

বাণিজ্য সংস্থা/সংগঠনগুলোর কাছে থেকে সংগৃহীত নথি/দলিলাদি

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

1. Introducing the FBCCI
2. Annual Report 2019-20
3. Annual Report 2015-16

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)

1. Annual report 2020
2. Annual report 2019
3. Annual report 2018
4. Annual report 2017
5. Annual report 2016
6. Economic Policy Paper on Access to Finance for SMEs: Problems and Remedies
7. DCCI Review: Transparency in Financial Reporting
8. DCCI Review: Covid-19 A Boon for E-Commerce
9. DCCI Review: Covid-19 hit World Economy
10. DCCI Review: Covid-19 Impact on Bangladesh Economy
11. DCCI Review: DCCI & New Vat Act
12. DCCI Review: Fourth Industrial Revolution
13. DCCI Review: In Retrospect 2020
14. DCCI Review: LDC Graduation - Challenges and Gains
15. DCCI Review: Revamping Bond Market
16. DCCI Review: Tackling Second Wave & Adapting to New Normal
17. DCCI Review: 2019 A Year of Inclusive Trade and Investment Promotion
18. DCCI Review: 2021 Year and Prospects and Challenges
19. DCCI Review: A Dawn of Prosperity
20. DCCI Review: Balancing the Economy and Tax
21. DCCI Review: Budget and Aftermath
22. DCCI Review: Capital Shortfall
23. DCCI Review: Revival of pandemic-hit economy
24. DCCI Review: Value Added Tax
25. Economic Policy Paper on A High Value Added and Export Oriented Business Sector: Ready Made Garments (RMG)
26. Economic Policy Paper on Assessing Appropriate Technology for SMEs
27. Economic Policy Paper on Benchmarking of Regional SME Policies: Identification of Policy Intervention Areas for Bangladesh
28. Economic Policy Paper on E-Commerce a Business Link
29. Economic Policy Paper on Institutionalization of Corporate Governance in Bangladesh
30. Economic Policy Paper on Privatization Policies
31. Economic Policy Paper on State of Corporate Governance in Bangladesh: Analysis of Private, Financial and State-Owned Enterprises
32. Economic Policy Paper on Women Entrepreneurs in Bangladesh

চামড়াজাত পণ্য এবং জুতা প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (এলএফএমইএবি)

1. Annual Report 2017-18
2. Annual Report 2015
3. Annual Report 2014
4. Bangladesh footwear industry report-2016
5. Possibilities and Challenges in Bangladesh Leather Sector
6. Challenges facing the Bangladesh Leather Industry SLTC Conference
7. 36th International Footwear Conference (IFC) 2017 of Confederation of International Footwear Associations (CIFA)
8. Bangladesh Leather Footwear & Leather goods International Sourcing Show 2017
9. Bangladesh Leather Footwear & Leather goods International Sourcing Show 2019
10. Bangladesh's trade policies
11. Export Policy 2012-15
12. Export Policy 2015-18
13. Investment Prospects in Bangladesh Leather Sector - Third Edition
14. Presentation on Leathergoods & Footwear Manufacturers Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB)
15. SEIP At a Glance

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

1. Annual Report 2019
2. Annual Report 2018
3. Annual Report 2017
4. Business Confidence Survey 2013
5. Business Confidence Survey 2014
6. Business Confidence Survey 2015
7. Business Confidence Survey 2019
8. BUILD Brochure 2017
9. BUILD Export-Import Brochure

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)

1. BGMEA Sustainability Report 2020
2. The Apparel Story (April-May 2021)
3. The Apparel Story (June-July 2021)
4. Bangladesh Investment Handbook
5. Discussion on Working Conditions Transparency
6. A Pathway to Manage Private Sector Impact on -Bangladesh National Priority Indicators (NPIs) & Sustainable Development Goals (SDGs)

মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই)

1. Chamber news from 2014-21 (71 Documents)
2. Bangladesh's Economy During FY2019-20
3. Quarterly Review January-March 2020
4. Quarterly Review April-June 2020
5. Quarterly Review July-September 2020
6. Quarterly Review October-December 2020

সিলেট চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এসসিসিআই)

1. Annual Report 2017-18
2. Annual Report 2018-19
3. Annual Report 2019-20

সিলেট চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এসসিসিআই)

1. Annual Report 2017-18
2. Annual Report 2018-19
3. Annual Report 2019-20

খুলনা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (কেসিসিআই)

1. Annual Report 2019-20

বাংলাদেশের নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ)

1. Annual Report (July 2019- June 2020) & (July 2020- June 2021)
2. Bangladesh Knitwear Industry: A Journey Towards Progressive, Inclusive and Sustainable Future
3. Apparel Export Statistics of Bangladesh 2017-18
4. Knit Communique

পরিশিষ্ট ২

মূল্যায়ন প্রতিবেদনের জন্য ১ ডিসেম্বর ২০২১ ও ১৫ মার্চ ২০২২ -এর মধ্যে মূল তথ্যদাতা হিসাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল :

ক্রম	নাম	সংগঠন
১	নাসরিন ফাতেমা আউয়াল	প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তা সমিতি (ডবিউইএবি)
২	হেলাল উদ্দিন	সভাপতি, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি
৩	ড. মো. মফিজুর রহমান	ব্যবস্থাপক পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন
৪	ড. মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন	অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিন্যান্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৫	আবদুল হক	সভাপতি, রিকন্ডিশনড ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা)
৬	অধ্যাপক ড. মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ ভূইয়া	চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিন্যান্স, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
৭	ড. ইফতেখারুজ্জামান	নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
৮	শাহেদুল ইসলাম (হেলাল)	প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) বাংলাদেশ পাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজেএমইএ)
৯	মোহাম্মদ হাতেম	নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশের নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ)
১০	ড. মো. আমজাদ হোসেন	অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিন্যান্স, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১১	সেলিমা আহমাদ এমপি	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
১২	ফারুক হাসান	সভাপতি, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)
১৩	স্বর্ণলতা রায়	সভাপতি, সিলেট উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এসডবিউসিসিআই)
১৪	এম এ মোমেন	সহ সভাপতি, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)
১৫	মাহবুবুল আলম	সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই)

Centre for Governance Studies
45/1 New Eskaton (2nd Floor), Dhaka 1000, Bangladesh
Phone: +880258310217, +880248317902, +8802222223109
Email: ed@cgs-bd.com
Website: www.cgs-bd.com